ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

উপবৃত্তির সুফল মেলেনি ॥ প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত ৪০ লাখ শিশু

॥ সারোয়ার সুমন, চট্টগ্রাম অফিস ॥

সরকারি কোষাগার থেকে উপবৃত্তির নামে তিন হাজার কোটি টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসেনি ৪০ লাখ শিশু। এর মধ্যে ৬ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশুই রয়েছে ১৭ লাখ। অবশিষ্ট ২৩ লাখ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও শিক্ষাচক্র শেষ না করেই ছেড়েছে স্কুল।

'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েও ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে না সফলতার গ্রাফ। উপবৃত্তি কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে কঠোরভাবে মনিটরিং না হওয়া, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এক-তৃতীয়াংশ পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি পড়ে থাকা, সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সিডিউল মতো উপবৃত্তির অর্থ বিতরণে বাধ্য করতে না পারায় সম্ভাবনাময় এ প্রকল্পের অর্থ উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না লাখ লাখ দরিদ্র শিশুকে। ২০০৮ সালের মার্চে প্রকাশিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা প্রতিবেদনেই উল্লেখ আছে এসব সমস্যার কথা। অথচ এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর কোন উদ্যোগ না নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার নতুন বাজেট নিয়ে আগামী পাঁচ বছরের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে সরকার বিশ্বব্যাংক থেকেও নিচ্ছে ৫৬০ কোটি টাকার ঋণ। 'শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি' নামক এ প্রকল্প গত ১৮ মার্চ অনুমোদন করে বিশ্বব্যাংক।

এ প্রসঙ্গে গতকাল রাতে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

উপবৃত্তির সুফল

(প্রথম পৃঃ পর)

ইত্তেফাককে বলেন, 'উপবৃত্তি কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ে বেশ কিছু সমস্যা থাকায় এখনো ৪০ লাখ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে আছে। ২০১১ সালের মধ্যে সকল শিশুকে স্কুলে আনতে হলে এসব সমস্যা অবশ্যই দূর করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাই বাজেট বাড়িয়ে এসব সমস্যা ধাপে ধাপে সম্পন্ন করবো।'

মূলতঃ মফস্বল এলাকায় উপবৃত্তির কার্যক্রম চালু থাকলেও হাজার কোটি টাকার এ প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে এখন ঢাকা থেকে। যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন এই প্রকল্পের পরিচালক। তার অধীনে কর্মরত রয়েছে প্রায় দেড়শ কর্মকর্তা-কর্মচারী। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ৯০ শতাংশই ঢাকায় কর্মরত। এমনকি ৬৪ জেলার উপবৃত্তি কার্যক্রমও শুরুতে ঢাকায় বসে মনিটর করতো ছয় কর্মকর্তা। এ নিয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তৈরি হওয়ায় কয়েক বছর আগে প্রতি জেলায় একজনকে মনিটরিং অফিসারের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু এখনো মনিটরিং অফিসারের ৮টি পদ খালি পড়ে আছে।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম জেলার মনিটরিং অফিসার (উপবৃত্তি) জাহিদুল ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, 'জেলার ১৪টি উপজেলায় উপবৃত্তি কার্যক্রম মনিটর করতে হচ্ছে আমাকে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে আমার একার পক্ষে সব উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে গিয়ে এ কার্যক্রম তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না।

তিন হাজার কোটি টাকায় বাস্তবায়িত হওয়া উপবৃত্তি প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে চট্টগ্রামসহ দেশের ৬৪ জেলায় ১ কোটি ৩৫ লাখ শিক্ষার্থী আসলেও তাদের 'গৃহীত শিক্ষার মান আশাপ্রদ নয়' বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আছে। প্রতিবেদনের চতুর্থ অধ্যায়ে 'বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ও বর্তমান চিত্র' শীর্ষক নিবন্ধে লোকবল সংকটকে প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ২১টিতেই জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার গুরুত্বপূর্ণ পদে কেউ কর্মরত নেই। আবার উপবৃত্তি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ খালি আছে ৪৩টি। শীর্ষ এসব পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি থাকায় এসব জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। জরিপে অংশগ্রহণকারী অভিভাবকদের অনেকে স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকার বিষয়টিকে বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেন। আবার অনেকে বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছেনি বলে অভিযোগ করেন। উপবৃত্তির শর্তে বার্ষিক পরীক্ষায় ৪০ শতাংশ নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক করা হলেও মফস্বলের স্কুলগুলোতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী বিভিন্ন অজুহাতে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ না নেয়ার প্রমাণও পেয়েছে জরিপকারী গবেষকরা। এছাড়া সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষমতা এখন কেবল স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের উপর ন্যস্ত থাকায় সেখানে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম হচ্ছে ব্যাপক হারে। এবতেদায়ী মাদ্রাসায় এ সমস্যা আরো প্রকট বলে গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার দেবেশ চন্দ্র সরকার ইত্তেফাককে বলেন, 'উপবৃত্তি প্রকল্পের সুফল পেতে হলে চিহ্নিত সমস্যাগুলো আগে সমাধান করতে হবে। কারণ বৃত্তি প্রদান ও গ্রহণ কার্যক্রমে অনিয়ম থাকলে তা পুরো প্রকল্পের উপরই প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি স্কুলে আসতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের। মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে তৈরি হওয়া গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।'